

রাজনৈতিক চাল ছিল যার ফলে উর্ধ্ব মস্তিষ্ক সম্পন্ন আরবগণ ইহা বুঝিতে পারিল এবং তাহাদের মধ্যে জেদ দেখা দিল এবং কোরেশ গণের মধ্যে অধিক জেদের সৃষ্টি হইল। এই সংবাদ প্রচারিত ও প্রচারিত হইবার পর জনৈক আরব “ছানথা”তে আসিল ও কোন প্রকারে ঐ গির্জাতে রাজি যাপনের অনুমতি লাভ করিল। ইউরোপীয় গির্জাতে রাজি যাপনের কোন বাধা নাই কিন্তু এশিয়াতে রাজি যাপনের বন্দোবস্ত আছে। বাহা হউক, ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্কে রাজিকালে এমন খেয়াল চাপিল বাহা অসং ব্যক্তিগণই করিয়া থাকে। সে গির্জার এবাদত খানায় পাখানা করিয়া পলায়ন

করিল। এই সন্ধ্যা এখানে ইসহাক হইতে এখানে জরীর এর রেওয়াজে আছে যে, আবরহাহর এই ঘোষণার পর, “আমি ছান-আর গির্জাকে আরব আতির ধর্মীয় কেন্দ্র রূপে পরিণত না করিয়া দম লইবনা” বহু মালেক গোত্রের শাখা বহু ককীম এর নেছা নামীয় পরিবারের জনৈক ব্যক্তি রাগান্বিত হইয়া ছানথা গিয়াছিল এবং গির্জাতে পাখানা করিয়াছিল। প্রাতঃকালে চাকর যখন গির্জা পরিষ্কার করিতে আসিল তখন দেখিল যে এবাদত খানায় কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি পাখানা করিয়া রাখিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে অক্ষিণ্যেকে সংবাদ দিল এবং অক্ষিণ্য

যাবতীয় বিষয় গভর্ণরকে জানাইল। অক্ষিণ্য ইহাও জানাইল যে, গত কল্যা জনৈক আরব গির্জাতে রাজি যাপনের জন্ত আমার নিকট হইতে অনুমতি লইয়াছিল এবং সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোরেশ বংশীয়। কারণ কাবা গৃহের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ এই গির্জা নির্মিত হওয়ার কোরেশগণ রাগান্বিত। এই সংবাদ অবগত হওয়া মাত্র আবরহাহ রাগে অগ্নিশব্দা হইয়া গেল এবং কোন কোন রেওয়াজে অনুসারে সে কছম খাইল যে কা'বা গৃহের প্রত্যেকটি ইষ্টক সে পৃথক করিয়া ছাড়িবে।

ক্রমশঃ।

রোজার আহকাম (নিয়মাবলী)

‘ফেকেহ আহমদীয়া’ হইতে সঙ্কলিত

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

রোজার প্রকার :—

শরীয়ত দ্বারা চারি প্রকার রোজা নির্ণীত হয়। ১) ফরজ রোজা, ২) নফল রোজা, ৩) নজর মানিত রোজা, ৪) কাফ্ ফারার রোজা।

ফরজ রোজা :—

এই রোজা খোদাতা'লার তরফ হইতে বান্দাগণের জন্ত নির্ধারিত হইয়াছে। রোজা রাখা শ্রুত্যে মুসলমানের ফরজ। কেহ অস্বীকার করিলে, সে কাফের এবং যাহারা এই রোজা রাখে না ভীষণ ‘গোনাহ্ কবীরা’ করে। এই রোজা হইতেছে রমজান মাসের রোজা।

রমজান সূর্যের গরমকে বলে। রমজানে মানুষ পানাহার এবং দৈনিক ভোগাদি হইতে বৈধাসহ নিবৃত্ত থাকে এবং ইহাতে খোদাতা'লার আদেশ নিষেধ পালনের এক প্রকার উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সুতরাং, আত্মিক ও দৈনিক তাপ মিলিত হইয়া রমজানের উৎপত্তি হয়। অভিধানিকেরা বলেন যে, গ্রীষ্মকালে এই মাস উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা রমজান কথিত হয়। হজরত মসিহ মাওউন (আঃ) বলেন যে, ইহা সত্য নয়। কারণ ইহা আরবের জন্তই বৈশিষ্টপূর্ণ ছিল না। রুহানী রমজান দ্বারা রুহানী আগ্রহ ও ধর্মোৎসাহ বৃদ্ধায়। রমজান সেই তাপকেও বলে যাহার ফলে শত্রুদিগের গরম হয়। রমজান দোয়ার মাস। “শাহরুর রামজানান্নাজী উনজিলা ফিহিল কোরআন” (রমজান মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়) দ্বারাই রমজান মাসের মাহাত্ম্যের পরিচয় জন্মে। সুফিগণ এই মাসকে কলবের আলোক প্রাপ্তির জন্ত উৎকৃষ্ট লিখিয়াছেন। এই মাসে বহুলরূপে কাশফ, রোইয়াও ইলহাম হইয়া থাকে। নামাজ আত্মার পবিত্রতা আনয়ন করে। রোজার দ্বারা আত্মা জ্যোতিঃ লাভ করে। চিত্ত শুদ্ধি বা আত্মার পবিত্রতা সাধন দ্বারা বৃদ্ধা যায় যে, অবাধ্য আত্মার (নফসে আন্নার) আকাঙ্ক্ষা হইতে দূরত্ব লাভ এবং আত্মিক জ্যোতিঃের দ্বারা মকাশাফাত (স্বপ্ন, শ্রুত্যাদিষ্ট স্বপ্ন ইত্যাদি) বৃদ্ধায়, যেন মোমেন খোদাতা'লাকে দেখিতে পায় এবং তাহার সহিত বাক্যালাপও করে। “উনজিল ফিহিল কোরআন” (ইহাতে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল) হইতেও এই সঙ্কেতই পাওয়া যায়। রোজার অসীম পুণ্য। কিন্তু বৃথা কষ্টাদির দ্বারা এবং নীচাসক্তির ফলে মানুষ তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। রোজা সন্ধ্যা খোদাতা'লা বলেন, “আনতাহুমু খায়রুল লাকুম।” অর্থাৎ, “তোমরা রোজা রাখিলে তোমাদের জন্ত বড়ই ভাল।”

যে ব্যক্তি স্তম্ভ অবস্থায় সপরিবারে থাকে তাহার জন্ত রমজানের রোজা রাখা ফরজ। যদি সে একটি দিনও রোজা ছাড়ে, তবে এমন গোনাহগার হয় যে, আত্মীবন রোজা থাকিলেও পরিশোধ হইবে না। অবশ্য, যদি কেহ মুসাফের হয় বা অস্থিত থাকে, সে অল্প সময়ে

ঐ সকল রোজা আদায় করিতে পারে। চীৎ রোগী, অতিবৃদ্ধ, গর্ভবতী, বা স্তম্ভদায়িনী স্ত্রীলোকের জন্ত রোজা নাই। তাহারা প্রত্যহ এক জন মিসকীনকে ফিদিয়া স্বরূপে খাবার দিবে। রমজানে তুল ক্রমে এমন কোন কাজ করিলে যদ্বারা রোজা নষ্ট হয়,

যেমন পান বা আহার, তাহাতে রোজা নষ্ট হয় না। যদি তুলক্রমে কেহ রোজা খোলে এবং মনে করে যে, সন্ধ্যা হইয়াছে অথচ তখনো সন্ধ্যা হয় নাই, তবে এক দিনের রোজা তাহার উপর রহিল। যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা থাকিবার পর জানিয়া

শুনিয়া বোঝা ভঙ্গ করে, অথচ সফর বা অশুস্থতার কোন উল্লেখ তাহার নাই, তবে এই প্রকার লোকের জন্ত কাফফারা হইলে সে এক জন গোলাম (যুদ্ধ বন্দী) মুক্ত করিবে, এবং তাহা না করিতে পারিলে বা গোলাম না পাওয়া গেলে এক সপ্তে ৬০ দিন রোজা করিবে এবং ইহাও না করিতে পারিলে ৬০ মিস্কীনকে খাওয়াইবে।

মহররুল্লাহ:—কেহ সেহরী খাইতে না পারার ওজরে রোজা ভাঙিতে পারে কি?

উত্তর:—রমজানে দিনের বেলা পানাহার ও স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ (হারাম)। কেবল মাত্র মুসাফের ও অশুস্থ ব্যক্তি বাদ। সুতরাং কেহ সেহরী খাইতে না পারিলেও রোজা রাখা উচিত। সেহরী খাওয়া রোজার কোনই সর্ভ নয়। যে ব্যক্তি সেহরী না খাওয়ার ওজরে রোজা ভাঙে সে তেমনি গোনাহগার হয়, যেমন জানিয়া শুনিয়া রমজানে রোজা না রাখিলে হয়।

মহররুল্লাহ:—রোগ ও সফরের সীমা কি?

উত্তর:—প্রকৃতপক্ষে শরীয়তে কোন সীমা নির্দেশ করে নাই। প্রত্যেকের মনের উপর ইহাকে ছাড়িয়াছে। শরীয়তের বিভিন্ন ফতোয়া পর্যালোচনা এবং হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামতু ও সালামের আমল দ্বারা সফরের মেয়াদ ১১ মাইল নির্ণীত হয় এবং অশুস্থতার সীমা এই যে, সমস্ত দেহ-যন্ত্র আক্রান্ত বা এমন কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয় যে, উহার ফলে সমগ্র দেহ অশুস্থ থাকে। যেমন, জ্বর, বা চক্ষু যন্ত্রণা।

মহররুল্লাহ:—যুজুর ও চাষী রমজানে পরিশ্রমের কাজ ছাড়িলে তাহাদের ৬ মাসের ফসল নষ্ট হয় এবং পরিশ্রম করিলে তাহারা রোজা রাখিতে পারে না। এই প্রকার ব্যক্তিগণ কি করিবে?

উত্তর:—যুজুরগণের কর্তব্য তাহারা ১১ মাসে এমন উপাঙ্গন করিবে যাহাতে এক মাস যুজুরী ও পরিশ্রম হইতে রক্ষা পায়। চাষী নিজের পরিবর্তে অঙ্গ হইতে কাজ নিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনক্রমেই পরিশ্রম হইতে রক্ষা পায় না এবং তাহার স্থানে অত্মকে নিয়োগ করিতে পারে না বা পরিশ্রমের সপ্তে রোজা পালন করিতে পারে না—এইরূপ ব্যক্তি হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামতু ও সালামের ফতোয়া অনুসারে রোগী ও মুসাফের তুল্য। বৎসরে যখনই সুবিধা পায়, তখন রোজা করিবে। দৃষ্টান্ত স্থলে, শীতকালে বা অবসর সময়ে।

মহররুল্লাহ:—যে ব্যক্তি রমজানে শূন্য হওয়া সত্ত্বেও ভয় করে যে, রোজা থাকিলে

অশুস্থ হইয়া পড়িবে বা চিকিৎসক বলেন যে, রোজা থাকিলে অশুস্থ হইবে—সে কি করিবে?

উত্তর:—এইরূপ ব্যক্তির নিজের ভয় তো কোন বস্তুই নয়। অবশ্য যদি চিকিৎসক বলেন, তবে সে তো অশুস্থ ব্যক্তি সংক্রান্ত আদেশেরই অধীন। তাহাকে শূন্য বলাই ভুল।

মহররুল্লাহ:—যে ব্যক্তির সফর তাহার চাকুতীর কর্তব্য পালন বা ব্যবসায়ের অন্তর্গত তাহার সফরে আদেশ কি? যেমন, রেল বিভাগে, আর এম, এম, কন্সটারী, ড্রাইভার গার্ড, হরকরা, বা টুরকারী অফিসারগণ।

উত্তর:—হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর ফতোয়া অনুসারে এই সকল ব্যক্তি মুসাফের নহেন, তাহাদের রোজা থাকিতে হইবে। চাষের ব্যক্তির ঘুরাও ছাড়া ইহাদের সফরের ব্যাপার।

মহররুল্লাহ:—রমজানের আরম্ভ ও শেষ কি প্রকারে নির্ণয় করিতে হয়?

উত্তর:—আরম্ভ হয় রমজানের চাঁদ দেখায়। যদি মেঘ থাকে, তবে শাবানের ৩০ দিন পূর্ণা করিবার পর রমজান শুরু হইবে। নূতন চাঁদ দেখার সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিলে একজন মুসলমানের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে বহু ব্যক্তির সাক্ষ্যের প্রয়োজন। নূতন চাঁদ দেখায় যত ব্যক্তি ব্যাপৃত থাকে এবং যাহাদের চক্ষু ভাল তাহাদের অধিকাংশের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য। বহু ব্যক্তি থাকিলে ৫০ জনের সাক্ষ্য যথেষ্ট। শাওয়ালের চাঁদ দেখায় রমজানের শেষ হয় এবং মেঘ থাকিলে রমজানের ৩০ দিন পূর্ণ করিলে পর রমজান শেষ হয়। শাওয়ালের চাঁদ দেখার সময় আকাশ পরিষ্কার না থাকিলে, দুইজন মুসলমানের সাক্ষ্য নূতন চাঁদ দেখার জন্ত যথেষ্ট এবং আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বিপুল জনতার সাক্ষ্যের প্রয়োজন। অর্থাৎ, অধিকাংশ লোকের সাক্ষ্য। সন্দেহের দিনে রমজান আরম্ভ করা নিষেধ। অর্থাৎ, শাবানের শেষ তারিখে যদি কাহারো এই বর্ণিত সন্দেহ জন্মে যে, সম্ভবতঃ রমজান আরম্ভ হইয়াছে, রোজা রাখিবে, তবে ঐ রোজা থাকা জায়েজ নয়।

দ্বিতীয় প্রকার রোজা

দ্বিতীয় প্রকার রোজা হইল নফল রোজা তাহা রাখিলে সাওয়াব আছে। না রাখিলে কোন গোনাহ নাই। নফল রোজাগুলি এই:—

১) শাওয়াল মাসের ৬ রোজা। ২) প্রত্যেক মাসে তিন, সোমবার, ও বুহস্পতিবার

(৩) আরফার দিন। অর্থাৎ, জিলহজ মাসের ৯ তারিখ, যদি মাশূয় হজের জন্ত আরফার ময়দানে উপস্থিত না থাকে। ৪) মুহরম মাসের ৯ম বা ১০ম বা উভয় দিনের রোজা। ৫) এক দিন রোজা রাখা এবং একদিন ভঙ্গ করা। কিন্তু সারা বৎসর কোন দিন বাধ না দিয়া অনবরত বোজা রাখা এবং উভয় ঈদের দিন বোজা রাখা নিষেধ যদি কোন ব্যক্তি নফল রোজা রাখিয়া ভঙ্গ করে, তবে তাহার কাজ করিতে হইবে না। ইহার কাজ ও নফল (ইচ্ছাধীন)।

তৃতীয় প্রকার রোজা

রোজার অত্র প্রকার হইতেছে 'নজর বা মানিত রোজা'। এই প্রকার রোজা খোদা করজ করেন নাই এবং ঐ হজরত সালাল্লাহু আলাইহে ও সালামের স্মরণে দ্বারা নির্ণীত হয় না। ইহা মাশূয় নিজের নিজের জন্ত ধার্য্য করে, যাহাতে তাহার আত্মা শুদ্ধ হয় বা এইরূপ কোন সর্ভ করে যে, অমুক কাজ খোদাতালা করিয়া দিলে সে এত রোজা রাখিবে। এই সকল রোজা যাহাও জরুরী। যে সকল দিনে নজর মানত করিবে, ঐ সকল দিন উপস্থিত হইলে তখন ঐ সকল দিনে রোজা রাখা তাহার পক্ষে জরুরী। ঐ সকল দিনে অশুস্থ বা মুসাফের হইলে অত্র দিনে উহাদের কাজ আদায় করিবে। নজরের বা মানত রোজা রাখিয়া ভঙ্গ করিলে কাজের জন্ত দায়ী থাকিবে।

মহররুল্লাহ:—যদি কেহ মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং তাহার জিম্মায় নজর বা রামজানের রোজা থাকে, তবে তাহার ওয়ারিশ কি করিবে?

উত্তর:—ওয়ারিশের পক্ষে জায়েজ আছে যে, সে মৃত ব্যক্তির পক্ষে রমজান এবং মানত রোজা রাখে এবং যদি রাখিতে পারে না, তবে মৃত ব্যক্তির পক্ষে রোজা প্রতি একজন মিসকীনের খাওয়া ফিদিয়া স্বরূপ আদায় করিবে।

চতুর্থ প্রকার রোজা

চতুর্থ প্রকার রোজা হইতেছে কাফফরা স্বরূপ রোজা। এই সকল রোজা কোন ছকুম অমাত্তর বা কোন ফরজ পালন না করার ফলে মুমেনের জিম্মায় পাতত হয়, যাহাতে তাহার গোনাহের কাফফারা হয় এবং সেইগুলি এই:—

(১) যদি কেহ কসম করিয়া ভঙ্গ করে এবং দশ জন মিস্কীনের খাওয়া বা কাপড় দিতে না পারে এবং এক জন গোলামও আজাদ করিতে না পারে—তবে তিন দিন রোজা করিবে।

(২) রমজানের রোজা জানিয়া শুনিয়া শুধু করিলে, বা কোন মুমেনকে ভুলক্রমে হত্যা করিয়া সেই রক্তপাতের দস্ত উপযুক্ত অর্ধ হও দেওয়ার শক্তি না থাকিলে, বা কেহ তাহার স্ত্রীকে মা বা মাতৃ সদৃশ প্রকাশ করিলে যদি গোলাম আজাদ করিতে না পারে, তবে সেই ব্যক্তি ৩০ রোজা অনবরতঃ করিয়া যাইবে। যদি একটি রোজাও কোন ওজরে ছাড়ে, তবে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিবে, যে পর্যন্ত ৩০ রোজা পূর্ণ না হয়। যে ব্যক্তি হজ ও উম্ৰাহ উভয়ই করে এরং কুরবানী করিতে অক্ষম হয়, তবে সে তিন দিন মক্কা মুয়াজ্জায় রোজা রাখিবে এবং বাড়ীতে ফিরিবার পর সাত রোজা করিবে। সেইরূপ, যদি কোন কষ্ট বশতঃ এহরামের অবস্থায় মাথা চুল মুণ্ডন করে, তবে তিন দিন রোজা রাখিবে।

রোজার কোন কাজ করা জায়েজ এবং নিষেধ কি?

আয়না দেখা, মেসুওয়া ক করা, স্নান করা, ভিজা কাপড় গায়ে দেওয়া, বেহে তৈল মর্দন, স্ত্রীর চূষন গ্রহণ, আলিঙ্গন করা যদি নাকসের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে, খেওরী করা, রক্তমন্ডন বা শিং লাগান, সুরমা ব্যবহার, স্নগন্ধি ব্যবহার, বা সৌরভেরগন্ধ নেওয়া জায়েজ। যদি রাত্রিতে স্ত্রী সঙ্গ করিয়া থাকে এবং ভোর হইলে পর পাক' হওয়ার গোছল করে, তবে রোজার কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না। রমজানে রোজার অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়াতে যদি স্বপ্ন দোষ হয়, তবে রোজার কোন ক্ষতি হয় না। কুঞ্জি করাতে বা কোন স্বাদ যুক্ত জিনিষ মুখে দেওয়ার যদি গলার নীচে না যায়, তবে রোজার কোন ক্ষতি হয় না। থুথু ফেলা জায়েজ।

ছকা পানে রোজা ভঙ্গ হয়। রোজা থাকিয়া বেছদা কথা বলা, কাহারো সঙ্গে বিবাদ করা নিষেধ। কেহ বিবাদ করিলে, তাহাকে এই টুকু মাত্র বলিতে হইবে, “আমি রোজাধার।” যদি কোন ব্যক্তি সফরের অবস্থায় বা অসুস্থ অবস্থায় রোজা রাখে, তবে হজরত মসিহ মাওউদ আল্লাইহেস্ সালাম এবং খলিফা আউপালের (রাজিঃ) কতোয়া ইহাই ছিল যে, সেই রোজা হয় না। একরূপ ব্যক্তি আবার রোজা থাকিবে।

অচ্ছন্দাঃ—যে ব্যক্তি রোজা রাখিতে পারে না এবং ফিদিয়া দেয়, তবে সে মরকজেব (কাফিরান বা রাবওয়ার) মিসকীন কণ্ডে পাঠাইবে কি? না, নিজ বাসস্থানেই মিসকীনকে খাওয়াইতে পারে?

উত্তরঃ—উভয়ই জায়েজ। মরকজেব পাঠাইতে পারে বা স্থানীয় মিসকীনকে খাওয়াইবে।

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় জ্ঞেতব্য)

রোজা সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞেতব্য বিষয়

হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ—“যে দিন চন্দ্রোদয়ে সন্দেহ থাকে ঐ দিন রোজা রাখিলে নবী করীম এর নাকরমান হইবে।” “আবুদাউদ।”

হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ—“অন্ধ সাবান (সাবানের শেবার্জি। সঃ, আঃ,) বাকী থাকা কালে রোজা রাখিবে না।” “তিরমিজি।”

অমরু বিন আল আছ হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ—“আমাদের এবং আহলে কেতাব (ইহুদী-নাছারা) গণের রোজার মধ্যে পার্থক্য হইল সেহরী খাওয়া।” “মোসলেম।”

জায়েদ বিন ছাবেত বর্ণনা করিয়াছেনঃ—“আমরা হজরত রসুল করীম (দঃ) এর সহিত সেহরী খাইলাম এবং তারপর নামাজে দাঁড়াইলাম। এতদ্বয়ের মধ্যে (নামাজ ও সেহরীর) ৫০ আয়াৎ পাঠোপযোগী সময়ের ব্যবধান ছিল।” “বোখারী ও মোসলেম।”

হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ—“আমার নিকট সব চেয়ে প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে রোজার পর সর্ব্বাগ্রে ইফতারী করে।” “তিরমিজি।”

হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ—“হজরত রসুল করীম (দঃ) ছই রোজা একত্র করিতে (ছই রোজার মধ্যবর্তী কালে ইফতারী ও সেহরী না খাইলে) নিষেধ করিয়াছেন।” “বোখারী ও মোসলেম।”

ভুল সংশোধন

প্রিয় পাঠকগণ!

গত সংখ্যা “আহমদী”র (১৫শ সংখ্যা) কতিপয় বড় বড় ছাপার ভুল সংশোধন করিয়া লইবেন। (১) ৫ম পৃঃ, ২য় কলাম, ৩৫ ছত্র, “যাহারা হজরত ঈসা আকাশে উত্তোলিত.....” স্থানে হইবে, যাহারা হজরত ঈসার অনুবর্তী হওয়ার দাবী করে, তাহারা বলে যে, হজরত ঈসা আকাশে উত্তোলিত... ..।” (২) ঐ পৃঃ, ঐ কলাম, ২০ ছত্র, “রেসালতে ও” স্থানে হইবে “রেসালত ও।” (৩) ঐ পৃঃ, ১ম কলাম, ৩৬ ছত্র, “সত্যতা” স্থলে হইবে “সত্যতা।” (৪) ৪র্থ পৃঃ, ৩য় কলাম, ১৫ ছত্র, “নীল” স্থলে “লীন” হইবে। (৫) ৭ম পৃঃ, ২য় কলাম, ২৬ ছত্র, “বেখাদ” এর স্থলে “বেখানাদ” হইবে। (৬) ৭ম পৃঃ, ২য় কলাম, ৩৪—৩৫ ছত্র, আরবী পংক্তি ছইটি হইবে “ও মাহমুজ সাইয়াজহারক বাঁদা হাজা, ওইয়াম লেকুশ-শামা বেলা কেতালিন।” (৭) ৭ম পৃঃ, ৩য় কলামে ১৫ ছত্র “খানাওয়াদ” না হইয়া “খানাওয়াদা” হইবে। (৮) ঐ ৪৫ ছত্রে “সেই যাহা” স্থলে “সেই নেয়ামত যাহা” হইবে। (৯) ২য় পৃঃ, ৩য় ছত্র “দারুল মুসাল্লেফীন” এর স্থলে “মুসাল্লেফীন” হইবে। (১০) ১২ পৃঃ, ২য় ছত্র, “ইলহাম” না হইয়া “ইসলাম” হইবে। (১১) ১২ পৃঃ, ২য় কলাম, ৩য় কলাম এবং ১৩ পৃঃ ১ম কলামে “AUGLICAN” এর স্থলে “ANLICAN” হইবে। (১২) ১৩ পৃঃ, ১ম কলাম ৩৪ ছত্র, “অতএব আমি” স্থলে “অতঃপর আমি” হইবে।

জামাতের বন্ধুগণের নামে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর ঈমান বন্ধক পয়গাম

আপনাদের মধ্যে পরিবর্তন পয়দা করুন আপনাদের পদবিক্ষেপ দ্রুত করুন এবং
আপনাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলাম এবং আহমদীয়তে উন্নতির
জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা জারী রাখুন

আপনারা পদে-পদে এবং কাঁধে-কাঁধে আমার সঙ্গে অগ্রসর হইতে থাকুন যেন আমরা কুফরের হৃদপিণ্ডে হজরত
মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর বাণী প্রোথিত করি।

এবং

ইসলামকে চিরকালের জন্য দুনিয়ার বুক থেকে বিজয়ী করি ১৯৪৪ ইং সালের সালানা জলসায় হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) প্রদত্ত বক্তৃতার কিস্তি

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) ১৯৪৪ ইং সালের সালানা জলসায় “মোসলেহ
মাওউদ” সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন যাহা এখনও বই আকারে মুদ্রিত হয় নাই। ঐ বক্তৃতার শেষাংশে
জামাতেয় বন্ধুগণের মনোযোগ তাঁহাদের দায়িত্বের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানী আহমদীগণ তাঁহাদের মধ্যে
পরিবর্তন আনয়ন করতঃ নিজেদের পদবিক্ষেপ দ্রুত করিবার জন্য উক্ত বক্তৃতার উল্লিখিত অংশ “আহমদী”তে প্রকাশ করা
হইল। সঃ, আঃ।

রোজার আহকাম নিয়মাবলী

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

অনুশীলনা :—রোজার আরম্ভ ও শেষ কি ?
উত্তর :—ফজর (প্রভাত) প্রকাশ পাওয়া
হইতে রোজা শুরু হয়। অর্থাৎ যখন পূর্ব
দিকে উষার আলো নিয় পূর্বাকাশে লম্বা
হইয়া প্রকাশিত হয়। রোজার শেষ হইল
সূর্য্য গোলক অন্তর্গত হওয়া।

আঁ হজরত (সঃ আঃ) বলিয়াছেন,
লোকেরা ঐ সময় পর্যন্ত ভাল অবস্থায়
ধাকিবে, যখন রোজা খোলায় একতারের
সময় তাড়াতাড়ি কবিবে এবং সেহরী খাওয়ায়
বিলম্ব করিবে। অর্থাৎ, ফজর প্রকাশিত
হওয়ার প্রাকালে বন্ধ করিবে। ‘সেহরী খাওয়া,
একটা আশীষ বস্ত্র খাওয়া ইহা অবশ্যই খাইতে
হইবে। হাঁ, যদি কেহ জাগ্রত না হয়, তবে
তাহাতে কিছু আসে যায় না। রোজা রাখা
তাহার পক্ষে জরুরী।

অনুশীলনা :— রমজানে তারাবি সম্বন্ধে
আদেশ কি ?

উত্তর :— রাত্রির মফলগুলির মধ্যে
‘আফজল’ (বা শ্রেষ্ঠ) নামাজ হইল তাহাই
যাহা রাত্রির শেষ ভাগে পড়া হয় এবং মাফুফ
বাড়ীতে পড়ে, দীর্ঘকাল ব্যাপী দাঁড়াইয়া পড়ে
এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী দোয়া করে। মসজিদে
কোন হাফেজ বা কোরআন পাঠকের পিছনে
এশার নামাজের পর বা সেহরীর সময় পড়াও

জামাতের বন্ধুগণকে সন্ধান করিয়া
হজরত (আইঃ) বলেন :—হে আমার বন্ধুগণ !
আমি নিজের জন্য কোন প্রকার ইজ্ঞতের
আকাঙ্ক্ষা নহি, খোদাতা’লা আমার প্রতি
(অধিক বয়স সম্বন্ধে) প্রকাশ না করিলে
আব বয়সেরও প্রত্যাশী নাই, হাঁ, আমি
খোদাতালার আশীষ প্রার্থী এবং আমি পূর্ণ
বিশ্বাস রাখি যে হজরত রসুল করীম (দঃ) এর
ইজ্ঞত প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে দ্বিতীয়বার
তদীয় পদোপরি দাঁড়া করানো এবং খৃষ্ট ৭র্থ
দশকে আমার বিগত ও ভবিষ্যৎ কার্য সমূহের
মস্ত বড় অংশ থাকিবে ইনশাআল্লাহ।.....

আমি যেরূপ আপনাদিগকে এই সুসংবাদ
দিতোছি যে, আপনাদের সামনে খোদাতা’লা
হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) রুত মোসলেহ

জায়েজ। জাঁ-হজরত (সঃ আঃ) এবং সাহাবা
রাজি আল্লাহ আনুহমের সময় ইহাই করা
হইত। কাদিয়ানে (এবং রাবওয়তেও (সঃ
আঃ) ইহারই উপর ‘আমল’ বিদ্যমান।
প্রথম রাত্রিতে বড় মসজিদে তারাবির নামাজ
হয় এবং শেষ রাত্রিতে ছোট মসজিদে তারাবির
নামাজ হয়। তারাবির ইমাম সম্বন্ধে মনে
রাখিতে হইবে যে তাঁহার সহিত তারাবির
বদলে পূর্বে কোন টীকাদি ধার্য্য করিবে না।
অবশ্য, তারাবির শেষে খোদা ভক্তি স্বরূপে
তাঁহার কোন খেদমত করিলে ক্ষতি নাই।

মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ করিয়াছেন,
সেখানে আপনাদের মনোযোগ ঐ দায়িত্বের
প্রতিও আকর্ষণ করিতেছি যাহা আপনাদের
উপর আস্ত হইয়াছে। আপনারা, যাহারা
আমার এই ঘোষণার লক্ষ্যস্থল, ঐ আগনাদের
সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন
আনয়ন করা এবং নিজেদের শেষ বস্ত্র বিন্দু
পর্যন্ত ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয় ও রুত
কার্যাতার জন্য প্রস্তুত হওয়া। নিশ্চয়ই

আপনারা খুশী হইতে পারেন যে, খোদাতা’লা
এই ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ করিয়াছেন! বরং আমি
বলি, আপনাদিগকে নিশ্চয়ই খুশী হইতে হইবে
কেন না হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং
লিখিয়াছেন যে, তোমরা খুশী হও খুশীতে
ফুলিয়া উঠ যে তৎপর আলো আসিবে।
অতএব আমি আপনাদিগকে আনন্দিত হইতে
নিষেধ করিনা। আমি আপনাদিগকে
উৎফুল্ল হইতেও উৎফুল্ল লক্ষ্য প্রদান করিতে
নিষেধ করি না। নিঃসন্দেহে আপনারা আনন্দ
উপভোগ করুন এবং নিঃসন্দেহে আনন্দে স্ফীত
হউনও গর্ব করুন কিন্তু আমি বলি, এই
আনন্দও লক্ষের মধ্যে আপনারা স্বীয় দায়িত্ব
ভুলিবেন না। যেরূপ খোদাতা’লা আমাকে
স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন যে, আমি অতিশয় দ্রুত
গতিতে অগ্রসর হইতেছি এবং আমি আমার

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় স্তম্ভব্য)

সম্পাদকীয়

রোজার ফিলসফি

ইসলামী এবাদত শব্দের মধ্যে রোজা একটি এবাদত। ইসলাম যে সমস্ত এবাদতের আদেশ দিয়াছে তার প্রত্যেকটির ফিলসফি বর্ণনা করিয়াছে এবং রোজারও ফিলসফি বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোরআন বলে :—“তোমরা রোজা রাখ ইহা দ্বারা তাকওয়া পয়দা হইবে।” “সুদা বকর ২২ সূরা।” যখন মানুষের মধ্যে তাকওয়া পয়দা হয় তখন মানুষ যাবতীয় কুকর্ষ হইতে রক্ষা পায় এবং সংকর্ষের প্রতি আগ্রহশীল হয়। রোজা রাখা অবস্থায় মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানাহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাস থাকে এবং এই বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে যে, খাদ্য সামগ্রী থাকার স্থান আমার এই কষ্ট হইতেছে আর যে ব্যক্তির ঘরে খাদ্য সামগ্রী নাই তাহার কি অবস্থা হইবে? রোজা রাখার দরুন মানুষের মধ্যে দরিজের প্রতি সহানুভূতি আগ্রহ হয়, রোজাদার ধনী ও দরিজের কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। এইভাবে দরিজ পালন কার্যে ধনীগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং দরিজ প্রতিপালন জাতীয় উন্নতির জন্য অপরিহার্য বিষয়।

রোজা মানুষকে সংযমী করে। অসংযমী ব্যক্তি সহস্র চেষ্টায়ও আত্মশুদ্ধি করিতে পারে না। আবার আত্মশুদ্ধি বাতিল মানুষ পূর্ণতম মানুষের পরিণত হয় না। বরং শারীরিক দিক দিয়া মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আত্মিক, কর্ষ ও চিন্তা দ্বারা দিক দিয়া অপক মানুষই থাকিয়া যায়। অতএব প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সংযমী হওয়া প্রয়োজন। মানুষকে পূর্ণতম মানুষের পরিণত হইতে হইলে যে শুদ্ধির প্রয়োজন তাহা তিন প্রকার :— (১) ‘জযবাত’ এর শুদ্ধি, ‘জযবাত’ বলে আবেগ, মত্ততা ও অহুভূতিকে। মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম ‘জযবাত’ই দেখা যায়। শিশুগণ যাহা কিছু করে জযবাতের বশবর্তী হইয়াই করে যেরূপ :—ক্ষুধা লাগিলে চীৎকার করে, মা’কে না দেখিলে কাঁদে। মানুষ সংযমী হইলে জযবাতের যাবতীয় বেটনি হইতে মুক্তি লাভ করে।

(২) ‘আমল’ এর শুদ্ধি। আমল বা কর্ষ মানব জীবনে জযবাতের পর আরম্ভ হয়। অর্থাৎ শিশু যখন চলাফেরা আরম্ভ করে, যখন খায় এই কাজ ঐ কাজে হাত বাড়ায় ইত্যাদি।

আমল বা কর্ষের সংশোধনী শক্তি রহিয়াছে যোগ্যতায়। কারণ একেত যোগ্য কলে মানুষ তাকওয়া লাভ করিয়া মোস্তাকী হয় এবং মোস্তাকী এমন কোন কাজ করিতে পারে না যাকে কুকর্ষ বলে। তারপর যোগ্য যে সকল নিয়ম কাহন রহিয়াছে তাহাতে “কু” সংযুক্ত কোন কাজ করিলে বোঝা নষ্ট হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, বোঝাধারকে কেহ গালি দিলেও গালির প্রত্যুত্তরে গালি দেওয়া যায় না। বরং এতটুকু বলিতে হয় যে, “আমি রোজাদার।” রোজা মানুষকে কুকর্ষ হইতে রক্ষা করে উপরোক্ত একটি উদাহরণই সঙ্গত যথেষ্ট।

(৩) চিন্তার সংশোধন। যৌবনে পরার্ণন করিলে মানুষ চিন্তা করে এবং চিন্তা দ্বারা কোন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে। চিন্তার আবার দুই প্রকার সূচিন্তা ও কুচিন্তা। চিন্তার শক্তি আত্মপ্রবল। জযবাত ঐ বস্তু যাহা মানুষের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য সৃষ্টি করে যেরূপ :—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামভাব ইত্যাদি। জযবাতের সম্পর্ক মানুষের দিলের সহিত এবং চিন্তার সম্পর্ক মস্তিষ্কের সহিত। রোজা রোজাদারকে কুচিন্তা হইতে বিরত রাখিয়া তাহার মস্তিষ্ক পবিত্র করিয়া দেয়।

রোজা জাতীয় শক্তির সৃষ্টি করে

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, রোজা রোজাদারের অন্তরে দরিজের প্রতি মৎস্বত পয়দা করে যাহা জাতির শক্তি বৃদ্ধির উপকরণ। এখানে বলা হইতেছে ইসলাম মুসলমানগণকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, “ফিরইয়া” ও “ফিরানা” হিসাবে তোমাদের দরিজ জাতগণকে অর্থ দান কর। যদি মুসলমানগণ ইসলামের এই শিক্ষা অনুসারে কাজ করেন তবে জাতীয় উন্নতির দ্বার যে প্রশস্ত হইবে ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

“ফিরইয়া” এবং “ফিরানা” সম্বন্ধে এই সংখ্যা “আহমদী”তে অল্প উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি ইসলামী কাহন মোস্তাবেক মুসলমানগণ রোজা পালন করেন, কোন বৈধ কাবনে রোজা রাখিতে না পারিলে নির্ধারিত “ফিরইয়া” আদায় করেন এবং ফিরানা আদায় করিতে ক্রপণতা না করেন তবে নিঃসন্দেহে সোনার সোহাগার কাজ দিবে।

আখবারে আহমদীয়া

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আই:) এর স্বাস্থ্য।

রাবওয়াহ ২৪২।৬০ ইং জাফাণ ডাক্তার সেলয়র হজরত আমীরুল মোমেনীন (আই:) এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন :— “স্বাস্থ্য পূর্বের চেয়ে ভাল। কিন্তু বছর

যাবৎ শয়নাবস্থায় থাকার দরুন পায়ের দুর্বলতা আশিয়াছে। এইজন্য তিনি তাগিদ করিয়াছেন যে, হজুর (আই:) যেন কিছু ভ্রমণ করেন।” বহুগণ দোয়া জারী রাখিবেন।

পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা হইতে মিশনারীগণের রাবওয়াহ আগমন।

পশ্চিম আফ্রিকার গানা হইতে আফ্রিকান মিশনারী জনাব ইব্রাহীম মোহাম্মদ মাইছ সাহেব ১৪২।৬০ ইং তারিখে রাবওয়াহ পৌঁছিয়াছেন।

জনাব মোঃ ইনায়েত উল্লাহ সাহেব খলীল এবং জনাব হাকিম মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর কাল পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকার ইসলাম প্রচার করিয়া বিগত ১৪২।৬০ ইং তারিখে রাবওয়াহ পৌঁছিয়াছেন।

“আল্লার হাত”

জনাব কাজী খলিলুর রহমান খাদেম

রিটার্ড—ই, পি, সি, এল।

কোরআন শরীফে হজরত মোহাম্মদ (স:) এর হাতকে আল্লার হাত বলা হইয়াছে। যাহারা হজরতের হাতে হাত দিয়া বমাং (দীক্ষা) গ্রহণ করিতেন তাহারা আল্লার হাতে হাত মিলাইতেন। কোরানে বলা হইয়াছে।

“আল্লার হাত মোমেনদের হাতের উপর রাখা হইয়াছে।” ১৯৪৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের কথা। আজ প্রায় ১৫ বৎসর অতীত হইতে চলিল; ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ কিংবা ১৯ তারিখ যখন আমি উত্তর বঙ্গে পাটনিয়ন্ত্রণ বিভাগের এগিস্টেট কন্ট্রোলারের পদে নিযুক্ত ছিলাম এবং দিনাজপুর শহরে থাকিতাম তখন আমার সহধর্মিণী দিল্লীনগরীর মরহুমা হামিদা বেগম আমাকে হঠাৎ বলিলেন যে তিনি গত রাত্রিতে এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়াছেন। আমি মন দিয়া শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন স্বপ্নে পরিষ্কার দেখিলাম যে আসমান হইতে এক পরম পবিত্র রুহৎ আকৃতি হাত ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নামিল হইতেছেন এবং পৃথিবীর লোকেরা ধোঁড়াধোঁড়ি করিয়া এদিক ওদিক ঘাইতেছে ও বলিতেছে যে আল্লার হাত পৃথিবীতে নামিল হইয়াছে। তারপর তিনি দেখিলেন

(শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠার অষ্টব্য)

**জামাতের বন্ধুগণের নামে
হজরত খলীফাতুল মসিহ
সানি (আঃ) এর সৈমান
বর্ধক পয়গাম**

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

পদতলে সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। তজ্জপ আল্লাহতা'লা ইলহাম দ্বারা (ঐশীবাণী দ্বারা) আমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আমি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইব। সুতরাং আমার জন্ম ইহাই সুনির্দিষ্ট যে, আমি দ্রুততা ও অতিশয় তেজের সহিত স্বীয় পদযুগল উন্নতির ময়দানে বাড়াইতে থাকিব। কিন্তু এতদসঙ্গেই আপনাদের উপর এই কর্তব্য ত্রাস্ত করা হয় যে, স্বীয় পদযুগল দ্রুত করাও অলসতা পরিহার করা। যন্ত্র ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় পদযুগল আমার পদযুগলের সহিত মিলাইয়া দ্রুততার সহিত উন্নতির ময়দানে ঘোড়িয়া চলে এবং আল্লাহতা'লা দয়া করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে অলসতা ও গাফলতি দ্বারা কাজ করে ও স্বীয় পদযুগল দ্রুত করে না এবং ময়দানে অগ্রসর হইবার পরিসর মোনাক্ষের জায় স্বীয় পদযুগল পশ্চাতে পশ্চাতে রাখে। যদি আপনারা উন্নতি করিতে চান, যদি আপনারা নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, তবে পদে পদে এবং কাঁধে কাঁধে মিলিয়া আমার সহিত আমার সহিত অগ্রসর হইতে থাক যেন আমরা কুফরের হৃদপিণ্ডে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর বাণী প্রোধিত করিতে ও বাতেলকে চিরকালের জন্য ছুনিয়া হইতে নিশ্চয় করিতে সক্ষম হই এবং ইনশাআল্লাহ এরূপই হইবে। জমিন ও আশমান নড়িতে পারে কিন্তু ষোদাতা'লার বাক্য কখনও নড়িতে পারে না।

“আলফজল ১১।১।৬০ ইং।”

ছদ্মকাতুল ফিরের বা ফিরওয়ানা

ফিরওয়ানা ঈদুল ফিরের দিন নামাজের পূর্বে আদায় করিতে হয়? বরং আমরা আহমদীগণ রমজান মাসেই আদায় করিয়া থাকি, যেন এই অর্ধ দ্বারা ঈরাজ আহমদীগণ ঈদ করিতে পারেন। ফিরওয়ানার পরিমাণ এক “ছা” এবং গঙ্কম অর্ধ “ছা”ও জায়েজ রাখিয়াছে। “ছা” বলে আমাদের ওজনে ৪৪ ছটাক বা পৌনে তিন সেরকে। অতএব পৌনে তিন সের গঙ্কম বা চাউলের মূল্য প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ হইতে আদায় করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ফিরওয়ানা দিবস অল্পপয়স্ক তাহার পক্ষ হইতে ঐ ব্যক্তি আদায় করিবেন যাহার উপর অল্পপয়স্ক ব্যক্তির আঁধিকা নির্বাহের ভার থাকে। মোট কথা, এই সদকা শিখ হইতে আরম্ভ

**পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন
আহমদীয়ার সালানা জলসা**

বিগত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ ইং তারিখে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়ার সালানা জলসা মহা সমারোহের সহিত অমুদ্রিত হইয়াছে। জলসায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত জেলা হইতে আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীগণ এবং স্থানীয় বহু গন্ডমাছ গয়ের আহমদী ভ্রাতাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। জলসার প্রথম দিবস বিকাল ৩টা হইতে ৬টা দ্বিতীয় দিবস বিকাল ৩টা হইতে ৬টা, তৃতীয় দিবস সকাল ৯টা হইতে ১২টা এবং বিকাল ৩টা হইতে পর্যন্ত ৬টা পুরুষদের অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় দিবস সকাল ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত মহিলাদের অধিবেশন হয়।

জলসায় বহিরাগত এবং স্থানীয় বিশিষ্ট বক্তা গণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতিত প্রত্যহ সন্ধ্যার পর মজলিশ শুরা বা পরামর্শ সভার অধিবেশন কারী রাখা হয়। মজলিশ শুরাতে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়ার আগামী বৎসরের (মে ১৯৬০ হইতে এপ্রিল ১৯৬১-পর্যন্ত) বাজেট, তবলীগ কার্য, পুস্তক প্রদর্শন ও প্রকাশ, আহমদী পত্রিকা ইত্যাদি বিষয়ের কার্য প্রণালী নির্ধারণ করা হয় এবং প্রাদেশিক আঞ্জুমনের সেক্রেটারী নির্বাচন করা হয়। সেক্রেটারীগণের মঞ্জুরী আসিলে তাঁহাদের নাম “আহমদী”তে প্রকাশ করা হইবে।

**ব্রাহ্মনবাড়িয়া আঞ্জুমনের
সালানা জলসা**

ব্রাহ্মনবাড়িয়া আঞ্জুমনের ৪৪০ম, সালানা জলসা বিগত ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অমুদ্রিত হইয়াছে। এই জলসায়ও পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা হইতে আহমদী ভ্রাতাগণ যোগদান করিয়নছিলেন। জলসায় জামাতের বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা করেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মহিলা গণের অধিবেশন হয়। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মন বাড়িয়া এই দেশের সব চেয়ে পুরাতন জামাত অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত জামাতের মাতা হিসাবে এই জামাতের অস্তিত্বতা ও মাতৃ তুল্য। ব্রাহ্মনবাড়িয়ার জলসায় যোগদান করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত।

করিয়া বহু পর্যন্ত প্রত্যেকের পক্ষ হইতে আদায় করিতেই হইবে। হাঁ, যে ব্যক্তি সদকা খাইবার হকদার তাহার পক্ষে ইহা আদায় করা ওয়াজেব নহে।

—বিচার—

—মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী

২৯শে এপ্রিল [১৯৫৯] আমেরিকার টেক্সাস স্টেটের মোঃ ব্যাঞ্জ নামক একটি অতি মনোরম স্থানে বেশিষ্ট চার্চের উদ্বোধনে বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের নিয়ে এক আন্তর্জাতিক সভার অধিবেশন হয়। তাতে পাঁচটি ধর্ম ও ৩৮টি দেশের ১৫০ জনের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ইহাতে ডাঃ রোটেনবার্গ অতি মনোজ্ঞ ভাষায় একটি ভাষণে পূর্ণ বক্তৃতায় ধর্মের সাথে বিশেষ করে খৃষ্টানিটির সাথে কুমিউনিজমের কি পার্থক্য এবং মাক্সের কুমিউনিজম হতে বর্তমান কুমিউনিষ্টরা কি ভাবে এবং কত দূরে সরে পড়ছে এবং দিন দিন সরে যাওয়ার পথে কি ভাবে এগিয়ে চলেছে তা বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বলেন। তাঁর বক্তৃতার পরও উপস্থিত প্রতিনিধিদের অনেকেই এই ‘সরে পাড়া’ নিয়ে কুমিউনিষ্টদের উপর বেশ ঝাড়লেন।

যাক সেকথা। এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত ও বিশ্বাস, হ'লো—যে কোন জাতি যদি ইহার প্রতিষ্টাতার শিক্ষা হতে দূরে সরে যায় তবে তাদের ঐ শিক্ষকের উপর বিশ্বাস ও আস্থা আছে বলে ধরা যায় না। প্রতিষ্টাতার শিক্ষা তাদের দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে এই কথাও বলা যায় না। কিন্তু ইহা শুধু কলমাক্স ও কমিউনিষ্টদের বেলাতেই সত্য বলে ধরলে সত্যেরই অপলাপ করা হবে।

তাই প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে বলুম এখানে কোন কুমিউনিষ্ট উপস্থিত নেই। আমরা যেন অনেকটা এক তরফা গোল দিয়ে যাচ্ছি। চলুন একটু আত্ম-জিজ্ঞাসায় মনোনিবেশ করি। আমরা এখানে বিভিন্ন ধর্মের লোক আছি। আমরা কি আমাদের মহাপুরুষদের আসল শিক্ষা হ'তে বহু দূরে সরে যাবনি? যে সব ধর্মের প্রতিনিধি আমরা সেই সব ধর্মের প্রতিষ্টারা যদি এখন ছুনিয়াতে এসে আমাদের দেখতেন তবে তাঁদের উদ্দেশ্য বলে চিন্তে পারবেন কিনা তাতে সন্দেহের মধ্যে অবকাশ রয়েছে। এমত অবস্থায় ‘সরে যাওয়ার’ দোষেত আমরাও আসামী। আমাদের পক্ষে অন্তর্কে আসামী করে বিচারকের আসনে বসা শোভনায়ু কিনা তা ভেবে দেখে দরকার।

আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম সংশোধনে মনোনিবেশ করলে যে কাজ হবে এক তরফা ভাবে ক্যামিউনিষ্টদের গালি দিয়ে গেলে তা হবে বলে কিছুতেই মনকে বুঝাতে পারছি না। যাক একটা কথা গভীর ভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। ধর্মের লক্ষ্য হবে কখনও অন্তরের বিচারকে ফাঁকি দেওয়া বা মেরে ফেলা নয় বরং ইহাকে সর্বতোভাবে সজীব করে তোলা। এসব কথা পর লভাবে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

“আল্লাহ হাত”

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

যেন একটি স্পেশাল ট্রেনে অসজ্জিত অবস্থায় সেই পবিত্র হাতকে বিভিন্ন স্টেশনে দেখান হইতেছে এবং পৃথিবীর লোকেরাও সেই মোবারক হাত দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। আল্লাহ তালা যেন পৃথিবীতে কোন এক মহান কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য নিজের হাত পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আমি স্বপ্ন শুনিয়া বলিলাম যে শীঘ্রই আল্লাহ তালা পৃথিবীতে কোন অসাধারণ শক্তি দেখাইবেন চল আমরা প্রস্তুত থাকি। এই স্বপ্নের তিন চারদিন পরেই আলফজল পত্রিকায় সংবাদ আসিল যে আমাদের ইমাম হজরত খলীফাতুল মসিহ (আই:) ২০ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আল্লাহ আদেশ পাইয়া মুসলেহ মাউদ হইবার দাবী করিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্রই আমি এবং বিবি বৃন্দেতে পারিলাম যে ইহাই ত আল্লাহ হাত। তখন আমরা টেলিগ্রাম করিয়া হজরত মোসলেহ মাউদের হাতে আবার বয়াৎ (দীক্ষা) গ্রহণ করিলাম। আমাদের মনে তখন এক অপূর্ণ আনন্দ।

হজরত মোহাম্মদ (স:) বলিয়া গিয়াছেন যে আশেরী জামানার ইমাম মাহমুদ (আই:) বিবাহ করিবেন এবং অপূর্ণ প্রতিভা সম্পন্ন সন্তান লাভ করিবেন।

হজরত মাহমুদ (আই:) ও ১৮৮৬ সনে এবং ১৮৮৮ সনে বার বার জগতময় ঘোষণা করিয়া ছিলেন যে আশেরী-ই আল্লাহ তালা তাঁহাকে পরম প্রতিভা সম্পন্ন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ, এক বিশ্ববিশ্রুত পুত্র সন্তান দান করিবেন এবং তিনি জগতের জন্য মোসলেহ মাউদ অর্থাৎ “প্রতিশ্রুত সংস্কারক হইবেন। আল্লাহ ফজলে সেই প্রতিশ্রুত পুত্র ১৮৮৯ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ

রমজান ও আত্ম জিজ্ঞাসা

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কোরআন মজিদের ছুরা বকরের ২৩ রুকুয় ছয়টি আয়াতে রোজার ইতিহাস প্রয়োজন, লক্ষ্য ও নিয়ম কাহন ইত্যাদি সম্বন্ধে আল্লাহ তা'লার আদেশ এসেছে। এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু দুইটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করছি।

নবী রচুলদের আগমন ও শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হ'লো দুটি—প্রথমতঃ মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে গেমের সম্পর্কে সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়টি হ'লো মানুষে মানুষে যে সম্পর্কাদি আছে ও সবকে উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। রোজা পালনের উদ্দেশ্যও এই দুটিই।

রোজার আদেশ সংক্রান্ত আয়াতের একটি হ'লো :-

“আমরা বাস্তাগণ তোমাকে যখন আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে [তখন তাহাঙ্গিকে বলিয়া দিও] আমি ত নিকটেই আছি, কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে—তখনই আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়া থাকি, অতএব তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাতে বিশ্বাস করে—তাহা হইলেই তাহারা সিদ্ধ মনোরথ হইবে।”

এই আয়াতে নেক বাস্তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে কত নিবিড় হ'তে পারে ইহার স্পষ্ট সূত্র রয়েছে। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন পথে এগিয়ে চলে তিনি সাড়া দিবেন এর চেয়ে বড় আশার কথা কি হ'তে পারে। বস্তুতঃ রমজান মাসে আত্ম সংশোধনের যে পরীক্ষা চলে তাতে উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছি কিনা—এই প্রশ্নের জওয়াব হ'লো আল্লাহ তা'লা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন কিনা। এখানে আমাদের আত্ম জিজ্ঞাসার এক বিরাট প্রশ্ন রয়েছে।

রোজা সম্পর্কে শেষ আয়াতটি হ'ল

“এবং তোমরা যেন নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধন সম্পত্তি অত্যাচারে গ্রাস

করেন, এবং তিনিই আমাদের বর্তমান নেতা হজরত খলীফাতুল মসিহ মাহমুদ (আই:)। আমরা পরম সৌভাগ্যবান যে আমরা নিজের জীবনে আল্লাহ এবং রচুলের প্রতিশ্রুত মোসলেহ মাউদকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। তাহার দ্বারা আত্ম সমস্ত জগতে দেশে দেশে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে এবং ধর্মের নামে যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি চলিতে ছিল তাহার সংস্কার হইতেছে। আল্লাহ তালা তাহার জীবন কালেই ঘনিষ্ঠ-ইসলামকে সমস্ত জগতে বিস্তারিত করুক আমীন।

করিওনা, আর জনসাধারণের ধন সম্পত্তির এক অংশকে অত্যাচারে গ্রাস করার জন্য সেই বিষয় সম্পত্তি [সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা] শাসন কর্তাদের নিকট উপস্থিত করিও না, অথচ তোমরা জান [প্রকৃত সত্য কি]”

এখানে আত্ম জিজ্ঞাসার সেই বিরাট প্রশ্ন। উপোস থেকে এক মাস কাটাইলে রোজা হয়েছে বলে বিশ্বাস করলে ভুল করা হবে। বস্তুতঃ এই উপোস দেওয়ার উদ্দেশ্য যে সংযম সাধন করা তা সিদ্ধ হওয়া চাই এবং তাহা সমাজ জীবনে প্রতিকলিত হওয়া চাই সমাজ জীবনে তা প্রতিকলিত হ'লো কিনা উপযোগী আয়াতে উহা যাচাই করার ব্যবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে। সহজ কথায় উক্ত দুইটি আয়াত আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের মান পরীক্ষা করার কঠিন পাথর স্বরূপ। এই পাথরে আমাদের রমজানের সাধনার সার্থকতাকে যাচাই করতে হবে এবং তাতে উত্তীর্ণ হতে হবে। নতুবা উপোস দেওয়ার কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না।

জিন্দা ধর্ম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হজরত মসিহ মাউদের (আই:) একটি লেখা —

এখন আপনারা হজরত মসিহ মাউদের (আই:) স্বরচিত কয়েকটি কথা শুুন। তিনি বিষয়ে নিজের লেখা পুস্তক ও বক্তৃতাতে পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিয়াছেন। তরিয়াকুল কুলুব হইতে (৫ হইতে ৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) যে কোটেশন আপনার সামনে উপস্থিত করিতেছি আমি ইহা অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। যাহারা তাহার উপর ইমান আনে নাই তাহাঙ্গিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন অর্থাৎ যাহারা ইসলাম ও আঁ হজরতের (স:) উপর নানারূপ এতরাজ করিয়া থাকিত সেই খৃষ্টান আর্ধ্য ও হিন্দু সম্প্রদায় যে সকল মুসলমান ও জিন্দা মজহাবের উপর নিরাশ হইয়াছে এবং আঁ হজরতের (স:) ধর্মীয় মহলের জিন্দেগীর প্রয়োজনীয়তা মনে করিত না। নিজে তাহার সম্ভাব্য বরকতকে অসম্ভব বলিয়া মনে করিত। অমুসলমানদিগের এবং নৈরাজ্যবাদী মুসলমানদিগের ছরয়ের রোগ দূরীভূত করার জন্য এই বাণী ব্যবহার করা হইত। জিন্দানবীর নিশানগুলি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ।)